উত্তরে ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার

রাজু আহমেদ

দেশের উত্তরাঞ্চলে চলছে চরম আকাল। রংপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁওয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দেখা দিয়েছে তীব্র খাদ্যাভাব।

প্রতিবছর আশ্বিন-কার্তিক মাসে উত্তরাঞ্চলে খাদ্যাভাব প্রকট হলেও দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতির কারণে এ বছর ভাদ্র মাস থেকে মানুষের ঘরে হাহাকার শুরু হয়। উপার্জনের কোনও পথ না থাকায় নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবনে নেমে এসেছে চরম অনিশ্চয়তা।

উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের ২ কোটি ১০ লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় ৯০ লাখ মানুষ নদী ভাঙন ও অভাবের কারণে ভূমিহীন। এখানকার ৯৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। এ অঞ্চলের ৫৫ শতাংশ মানুষ ক্ষেতমজুর, ২৭ শতাংশ শ্রমিক, ১০ শতাংশ প্রান্তিক কৃষক, ৬ শতাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ২ শতাংশ অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত।

জানা গেছে, শুধু রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলেই নয়, উত্তরাঞ্চলের ১১টি জেলার ৯৪টি উপজেলায়ই কম-বেশি অভাব বিরাজ করছে। কাজ না থাকায় খাদ্যাভাবে ধুঁকছে ৩৭ লাখ পরিবার। ভাদ্র মাসের মধ্যে সব জমিতে ধান রোপণ শেষ হয়েছে। কাটা শুরু হবে অগ্রহায়ণে। ফলে দীর্ঘ দুই-আড়াই মাস কর্মহীন থাকতে হয় দিন এনে দিন খাওয়া ক্ষেতমজুরদের। প্রান্তিক কৃষকের ঘরে খাদ্যশস্যের মজুদও শেষ হয়ে যায়। কৃষির সঙ্গে জড়িত অন্যান্য শ্রমিকও এ সময় বেকার হয়ে পড়ে। এসব কারণে সমগ্র উত্তরবঙ্গের প্রায় ৩ কোটি জনগোষ্ঠীর ২ কোটি মানুষই নীরব দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। এরমধ্যে বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ সবচেয়ে দুর্বিষহ অবস্থায় নিপতিত।

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র্যের মূল কারণ স্থায়ী কর্মসংস্থানের অভাব। রাজধানী থেকে দূরত্ব, নৌপথের স্বল্পতা, যমুনা নদীর কারণে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং কষ্টকর যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে অতীতকাল থেকেই এ এলাকায় তেমন কোন শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেনি। নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল, সিরাজগঞ্জের কওমী জুট মিল, কয়েকটি চিনিকল এবং বিড়ি কারখানা ছাড়া এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কোনও শিল্প গড়ে ওঠেনি। এর মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল ও রংপুর চিনিকল। অন্যদিকে চোরাচালানের মাধ্যমে ভারতীয় পণ্যের আগমন, বড় কোম্পানিগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে গত কয়েক বছরে উত্তরবঙ্গে তাঁতসহ পাঁচ লক্ষাধিক ব্যক্তিখাতের ক্ষুদ্র শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে একমাত্র কৃষির ওপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে এখানকার অর্থনীতি। যমুনা সেতু নির্মিত হওয়ার পরও এ অবস্থার তেমন পরিবর্তন আসেনি। নদী ভাঙন, ঋণের জাল, কৃষিতে লোকসান ইত্যাদি কারণে জমিহারা দিনমজুরে পরিণত হয়েছে, এ অঞ্চলের অধিবাসীদের বড় অংশ। আর কাজ না থাকলেই ঘরে ঘরে দেখা দেয় তীব্র অভাব।

উত্তরের বিভিন্ন জেলায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ক্ষুধার তাড়নায় ঝোপ-জঙ্গল, বিল-হাওড় থেকে কচু-ঘেচু এনে সেদ্ধ করে লবণ মিশিয়ে 'পেট জামিন' দিতে হচ্ছে দরিদ্র মানুষকে।

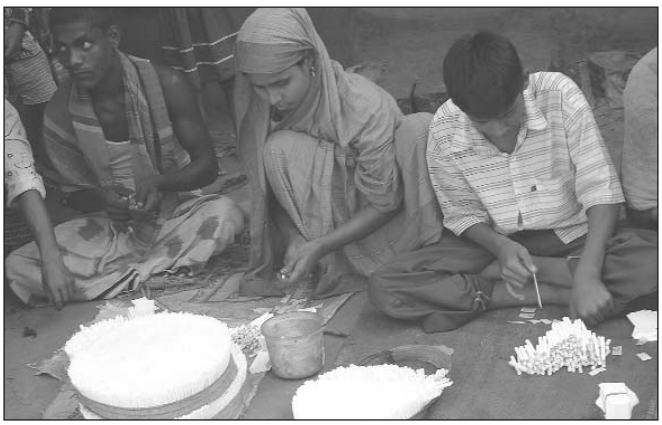

রংপুরে বিড়ি ছাড়া আর কোনো শিল্প কারখানা তেমন নেই

বেঁচে থাকার কোনো উপায় না দেখে দিনমজুররা অগ্রিম বেঁচে দিচ্ছেন শ্রম। ধনী কৃষকদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে নিচ্ছেন তারা। ধান কাটার সময় জমিতে শ্রম দিয়ে শোধ করবেন এ টাকা। অভাবে পড়ে অগ্রিম শ্রম বেঁচতে গিয়ে ব্যাপকভাবে ঠকতে হচ্ছে অসহায় দিনমজুরদের। ধান কাটার মৌসুমে যেখানে বিঘা প্রতি মজুরি ৩৫০-৪০০ টাকা সেখানে এখন পাচ্ছেন ১২০-২০০ টাকা। অন্যদিকে দরিদ্র কৃষকরাও ক্ষেতের ধান বিক্রি করে দিচ্ছেন অগ্রিম। ঘরে খাদ্য না থাকায় মহাজনের কাছে ক্ষেতের ধান বিক্রি করে টাকা নিয়ে নিচ্ছেন। কাটার পরপরই নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান তুলে দিতে হবে মহাজনের ঘরে। এখানেও ঠকছেন কৃষকরা। মৌসুমে যে ধানের দাম ২৫০-৩০০ টাকা, সেখানে ১৫০-১৮০ টাকায় সে ধান অগ্রিম বেঁচে দিতে বাধ্য হচ্ছেন তারা।

জানা গেছে, মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় চলছে জমজমাট দাদন ব্যবসা। একশ্রেণীর দাদন ব্যবসায়ী ও এনজিও উচ্চ সুদে টাকা দিচ্ছে মানুষকে। বেঁচে থাকার অন্য উপায় না পেয়ে অনেকেই ঋণ নিচ্ছেন এদের কাছ থেকে। পিপিআরসি'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গার সময় উত্তরাঞ্চলের ৪৩ শতাংশ মানুষ মহাজনের কাছ থেকে উচ্চসুদে টাকা নেয়। শতকরা ২০-২৫ ভাগ সুদে নানা শর্তে ঋণ নিয়ে ফেঁসে যাচ্ছেন অনেকে। প্রতিমাসে সুদের টাকা দিতে না পারায় ঋণ বাড়ছে চক্রবৃদ্ধি হারে। ফলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সুদের হার ২৪০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কাজের মৌসুমে দরিদ্র মানুষদের সব কিছুর আগে এ ঋণ শোধ করতে হবে। অনেক সময় এক কিস্তি ঋণ শোধ করতে অন্য মহাজন কিংবা এনজিওর কাছে হাত পাততে হয় তাদের।

নিদারুণ মঙ্গার কাল পাড়ি দিতে দিগ্বিদিক ছুটছে উত্তরাঞ্চলের মানুষ। সবারই প্রধান লক্ষ্য রাজধানী ঢাকা। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় পাড়ি জমাচ্ছে উত্তরবঙ্গের দিনমজুররা। বাইরে গেলে কাজ পাওয়া যাবে- বাড়িতে কিছু টাকা পাঠানো যাবে, এটাই তাদের একমাত্র চিন্তা। প্রতি বছর আশ্বিন-কার্তিক মাসে উত্তরাঞ্চলের ৩৪ শতাংশ পুরুষ কাজের খোঁজে অন্য এলাকায় পাড়ি জমায় বলে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে। একটি জরিপে দেখা গেছে সরকারি সাহায্যের মাত্র ৩৫ শতাংশ মঙ্গাপীড়িত মানুষের কাছে পৌঁছে।

মঙ্গা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্পের জন্য সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এসব জেলায় কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও তা প্রকৃত গরিব মানুষের কাজে আসেনি। প্রকল্পের ৮০ ভাগ ব্যয় হয়েছে সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের পুনর্বাসিত করার জন্য। দুর্নীতি ও আত্মসাতের একাধিক অভিযোগ থাকলেও তা ধামাচাপা পড়ে যায়। কুড়িগ্রামে মঙ্গা মোকাবিলায় ১৪ ইউনিয়নের জন্য ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হলেও এ টাকা সরকারি দল গুছানোর কাজে ব্যয় হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রংপুর ও কুড়িগ্রামের মঙ্গাপীড়িত বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে লোকজনের সঙ্গে আলাপ করলে তারা সকলেই সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, 'আমরা সাহায্য চাইনা কাজ চাই'।

ছবি : **বদরুল আলম নাবিল**